অব্রাহামের মধ্যস্থতার প্রার্থনা

আদিপুস্তক ১৮.১৬-৩৩ পদ

অব্রাহামের তাম্বুতে যে তিন স্বর্গীয় ব্যক্তি এসেছিলেন, তারা অব্রাহামের আন্তরিক আতিথ্য গ্রহণ করার পর, সদোমের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন। তখন প্রাচ্যের অতিথি সেবাকে অনুসরণ করে সৌজন্যমূলক ব্যবহার দেখিয়ে তাদের বিদায় দিতে অব্রাহাম তাদের সঙ্গে কিছুদূর পথ হেঁটে গেলেন। এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে তারা যখন যিহূদীয়ার পাহাড় থেকে নিচে মরু সাগরের দিকে দৃষ্টি দিল, তখন সদাপ্রভু অব্রাহামের প্রতি বিশেষ সুনজর প্রদর্শণ করলেন। কোন ব্যক্তি যেমন তার মনের কথা তার কোন ঘনিষ্ট বন্ধু কে বলে থাকে, ঠিক সেইভাবে ঈশ্বর অব্রাহামকে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন। এর পূর্বে এদেন উদ্যানে ঈশ্বর এবং আদম-হবার মধ্যে যেমন সহভাগিতা ছিল, এখানে তারই পুনরায় প্রকাশ ঘটল। তাই, পুরাতন ও নতুন নিয়মে অব্রাহামকে *"ঈশ্বরের বন্ধু"* বলা হয়েছে (২ বংশা ২০.৭; যিশাইয় ৪.৮; যাকোব ২.২৩)।

এই বন্ধু ত্বের কারণেই ঈশ্বর সদোম ও ঘমোরার পরিণতি সম্বন্ধে অব্রাহামকে জানালেন। ঈশ্বর মনে মনে বললেন, *"আমি যা করব, তা কি অব্রাহামের কাছে লুকাব?"* (আদি ১৮.১৭)। ঈশ্বর এখানে দুটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদের জন্য তিনি তাঁর আগামী পরিকল্পনা অব্রাহামের কাছে প্রকাশ করেছেন। (১) অব্রাহাম ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিশেষ মর্যাদার স্থান লাভ করেছে। অব্রাহামই সেই ব্যক্তি, যার থেকে ঈশ্বর মহাজাতি উৎপন্ন করার পরিকল্পনা করেছেন এবং পৃথিবীর সমস্ত জাতি অব্রাহামের মাধ্যমেই আশির্বাদ পেতে চলেছে (১৮ পদ)। (২) ঈশ্বর অব্রাহামকে মনোনিত করেছেন, যেন অব্রাহাম তার ভাবী বংশধরদের ঈশ্বরের পথে থাকতে আদেশ করে, যেন তারা ধার্মিকতা ও ন্যায়বিচার পালন করে। তাই, সদোম ও ঘমোরাকে ধবংস করার মধ্যে কীভাবে ঈশ্বরের ধার্মিকতা ও ন্যায়বিচার প্রকাশ পেয়েছে, তার পক্ষে বংশধরদের কাছে সাক্ষ্য দিতে "ঈশ্বরের বন্ধু" অব্রাহামের প্রয়োজন ধবংসের পূর্বে সেই ঘটনার পূর্ব ধারণা। এইভাবে, ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে ঈশ্বরের গোপন পরিকল্পনা পূর্বে জানার দ্বারা অব্রাহাম ঈশ্বরের সামনে *"ভাববাদীর"* (আদি ২০.৭) মর্যাদা লাভ করেছে।

অব্রাহাম যেমন ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁর দৃষ্টিতে বিশেষ মর্যাদার স্থান লাভ করেছিল, আমরাও যীশুতে বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি, তাঁর পরিবারের সন্তান হয়েছি। এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান ও তাঁর কাছে প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বরের গোপন ইচ্ছাসকল জানার সুযোগ পেয়েছি। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, বন্ধু ত্বের ঘনিষ্টতা যেমন অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের গোপন ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছিল, আমরাও যেন প্রতিদিন তাঁর ধার্মিকতা ও ন্যায়বিচার অনুসরণ করে ঈশ্বরের ঘনিষ্ট হতে চেষ্টা করি; তাহলেই আমরা তাঁর বাক্যের অর্থ আরও পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারব।

এইভাবে, অব্রাহাম যাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা ও ন্যায়বিচারের কার্যপ্রণালী উপলব্ধি করতে পারে, সেইজন্য ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে সদোম ও ঘমোরার সম্বন্ধে ঘোরতর অভিযোগের কথা অব্রাহামকে জানালেন, *"সদোম ও ঘমোরার ক্রন্দন আত্যন্তিক, এবং তাদের পাপ অতিশয় ভারি"* (২০ পদ)। এখানে ঈশ্বর যদিও তাদের পাপের বৃত্তান্ত অব্রাহামকে শুনাননি, কিন্তু ১৯ অধ্যায়ে তাদের পাপাচরণের একটি উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। ধরা যেতে পারে, অব্রাহামও সদোম ও ঘমোরার লোকদের পাপাচরণ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অবগত ছিল। কিন্তু এই দুই নগর সম্বন্ধে সেই অভিযোগের যথার্থতা ঈশ্বর নিজে দেখতে চান, তাই তিনি এমন কথা বললেন, *"আমি নীচে গিয়ে দেখব, আমার কাছে আগত ক্রন্দনানুসারে, তারা সর্বতোভাবে করেছে কি-না, যদি না করে থাকে, জানব"* (২১ পদ)। আমরা জানি, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বত্র বিরাজমান। তাই, তাঁর নীচে গিয়ে পরিদর্শণের কোন প্রয়োজন নেই। এই কথার দ্বারা ঈশ্বর অব্রাহাম তথা আমাদের কাছে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে চেয়েছেন, তা হল, ঈশ্বর এই দুই নগরকে সহজে ধবংস করতে চান না, তিনি এই দুই নগর সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা শুনেছেন, তা বিশ্বাস

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

করতে চান না; তাই শোনা কথায় কান দিয়ে তিনি তাঁর বিচার ঘোষণা করতে পারেন না। তাই, তিনি নিজে যথেষ্ট সাক্ষ্য ও প্রমাণ পেতে চান। এর থেকে অব্রাহাম উপলব্ধি করেছিল যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর কতখানি ন্যায়বিচারক) তড়িঘড়ি কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া নয়, কিন্তু সমস্ত দিকের যথার্থ উপলব্ধির পরই ঈশ্বর বিচারের রায় ঘোষণা করে থাকেন। আমরা অনেক সময়ই ঈশ্বরের বিচারের প্রতি আঙ্গুল তুলে থাকি *(ঈশ্বরের এ কেমন বিচার?),* তার দ্বারা ঈশ্বরের বৈশিষ্ট সম্বন্ধে আমরা আমাদের অজ্ঞানতারই প্রকাশ করে থাকি। কিন্তু অব্রাহাম কখনও ঈশ্বরের ন্যায়বিচার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেনি। সেদিন যেমন ঈশ্বরের কাছে সদোম ও ঘমোরা সম্বন্ধে ঘোরতর অভিযোগ ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়েছিল, আজ কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে কোন কোন ঘোরতর অভিযোগ ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়, তা আমাদের চিন্তা করার প্রয়োজন আছে।

২২ পদে বলা হয়েছে, সেই ৩ স্বর্গীয় ব্যক্তির মধ্যে ২ জন স্বর্গদূত সেখান থেকে সদোমের দিকে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু অবশিষ্ঠ ব্যক্তি, স্বয়ং সদাপ্রভু অব্রাহামের কাছে আরও কিছুক্ষণ কাটালেন। এর দ্বারা ঈশ্বর অব্রাহামকে সুযোগ দিলেন, যেন সে ঈশ্বরের সান্নিধ্য উপভোগ করে এবং মধ্যস্থতার কাজ করে। গালাতীয়৪.৬ পদে পৌল বলেছেন, *"তোমরা পুত্র, এই কারণ ঈশ্বর নিজের পুত্রের আত্মাকে নিজের কাছ থেকে আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ করলেন; ইনি 'আব্বা, পিতা' বলে ডাকেন।"* হ্যাঁ, ঈশ্বরই আমাদের বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নিয়ে চলেন, যা তাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা করতে বাধ্য করে। সেদিন ঈশ্বর অব্রাহামকে যেমন সদোম ও ঘমোরার জন্য মধ্যস্থতা করতে সুযোগ দিয়েছিলেন, আজ তিনি আমাদের কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের জন্য মধ্যস্থতা করার সুযোগ দিয়েছেন। সেদিন যেমন ঈশ্বর সেই দুই নগর সম্বন্ধে তাঁর উদ্বেগের কথা অব্রাহামকে জানিয়েছিলেন, আজ কি তিনি আমাদের শহর বা রাজ্যের বিষয় তাঁর উদ্বেগের কথা আমাদের জানান?

অব্রাহাম যখন ঈশ্বরের কাছ থেকে এই দুই নগরের বিরুদ্ধে ঘোরতর অভিযোগের কথা শুনল (যে অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে অব্রাহাম পূর্বেই অবগত ছিল) ;তখন অব্রাহাম ঈশ্বরের ধার্মিকতা ও ন্যায় বিচারের কথা স্মরণ করে উপলব্ধি করল যে, ঐ দুই নগরের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বর যদিও কেবল অভিযোগের কথা বলেছেন, অব্রাহাম সেই অভিযোগের মধ্যে বিনাশের গন্ধ পেয়েছে, কারণ সে ঈশ্বরের ধার্মিকতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু একদিকে যখন সেই দুই নগরের পাপকার্য তার মনে পড়েছে, ঠিক অন্যদিকে, ভাইপো লোট ও তার পরিবারের কথা অব্রাহামের মনে পড়েছে। কেবল তাই নয়, সেই লোটকে উদ্ধার করতে গিয়ে (আদি ১৪ অধ্যায়) অব্রাহাম যে ভীত রাজা ও তার প্রজাদের দেখেছিলেন, তাদের কথাও অব্রাহামের মনে পড়ল। তাই, অব্রাহাম ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে বাধ্য হল। অব্রাহামের এই প্রার্থনার কয়েকটি বৈশিষ্ট আমাদের চোখে পড়ে।

(১) অব্রাহাম তার প্রার্থনায় ঈশ্বরের দয়াকে স্বীকার করেছে। অব্রাহাম ঈশ্বরকে বলেছেন, *"ধর, সেই নগরে ৫০জন ধার্মিক আছে। আপনি কি সেই ৫০জন ধার্মিকের অনুরোধে সেই নগরকে রক্ষা করবেন না?"* (২৩-২৪)। অব্রাহাম আরও বললেন, *"দুষ্টের সঙ্গে ধার্মিকের বিচার করা, এই প্রকার কাজ আপনার থেকে দূরে থাকুক; ধার্মিককে দুষ্টের সমান করা আপনার থেকে দূরে থাকুক। সমস্ত পৃথিবীর বিচারকর্তা কি ন্যায়বিচার করবেন না?"* (২৫ পদ)। খুব সহজেই এই কথার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। এই কথার দ্বারা অব্রাহাম ঈশ্বরকে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট (ন্যায় বিচারক) সম্বন্ধে অবগত করে লজ্জা দিতে চাননি। ন্যায় বিচার করার কথা ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়ে দেবার কোন প্রয়োজন নেই; কারণ তিনি তাঁর বৈশিষ্টে ন্যায় বিচারক, তিনি ন্যায় বিচার করতে বাধ্য। অথবা, একথা ভাবা খুবই বোকার কাজ যে তিনি জানেন না যে, দুষ্টের সঙ্গে ধার্মিকের বিনাশ ন্যায় অবিচারকের কাজ। পরিবর্তে, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার সম্বন্ধে অব্রাহাম খুব ভালো অবগত আছে যে, ঈশ্বর কখনও দুষ্টের সঙ্গে ধার্মিকের বিনাশ সাধন করবেন না।

এখানে, আমাদের যে বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে, তা হল, দুষ্টের সঙ্গে ধার্মিকের বিনাশ যেমন অবিচারের কাজ হবে; ঠিক তেমনই, কয়েকজন ধার্মিকের অনুরোধে যদি সমগ্র নগরকে রক্ষা করা হয়, তাও অবিচারের কাজ

হবে। কারণ, তার দ্বারা দুষ্টদের দুষ্টতা সত্ত্বেও তাদের ধার্মিক বলে গণ্য করা হবে। তাই, এখানে অব্রাহাম যে কাজটি করতে চাইছে, তা হল, অব্রাহাম জানে যে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার অনুসারে সেই দুই নগরের বিনাশ অবশ্যম্ভাবি, কিন্তু সেই বিনাশ কার্যকে অব্রাহাম বিলম্বিত করতে চাইছে। কারণ, সেখানে যদি ৫০ জন ধার্মিক থাকে এবং তারা যদি সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে; তাহলে হয়ত তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সেই নগর পরিবর্তিত হতে পারে (যেমন নীনবী হয়েছিল)। যদিও সেই নগরে সেই ধার্মিকদের সংখ্যা খুবই কম, তথাপি তাদের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। তাই, অব্রাহাম জানতে চায়, ধার্মিকদের সংখ্যা কত কম হলেও, তারা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। কারণ, আব্রাহাম জানে যে, জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে তাঁর ধার্মিক বংশধরদের সংখ্যাও খুবই কম। তাই, ঈশ্বরের দয়াকে স্মরণ করে অব্রাহাম সেই নগর বিনাশের সময়কে বিলম্বিত করতে চেয়েছে। যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, ***"তোমরা পৃথিবীর লবন"*** (মথি ৫.১৩)। পারিপার্শিক সমস্ত পচন থেকে উদ্ধার করার কাজে যীশু আমাদের ব্যবহার করতে চান।

(২) অব্রাহাম তার প্রার্থনায় নিজের সঠিক অবস্থানকে স্বীকার করেছে। ২৭ পদে অব্রাহাম বলেছে, "*দেখুন, আমি যদিও ধূলি ও ভস্মমাত্র, তথাপি আমি প্রভুর সঙ্গে কথা বলতে সাহসী হয়েছি।*" এর দ্বারা অব্রাহাম বলতে চেয়েছে, "*প্রভু, তোমার কাছে এই প্রার্থনা করার কোন অধিকার আমার নেই। তোমার ন্যায় বিচার সম্বন্ধে আমি কোন কথাই বলতে পারি না। সে যোগ্যতা আমার নেই। তবুও, আমার মনের মধ্যে যে প্রশ্নটি বার বার উঁকি মারছে, তা আমি তোমাকে না জানিয়ে পারছি না।*" নিজের আত্মধার্মিকতার বড়াই করার পরিবর্তে অব্রাহাম নিজের অযোগ্যতা অকপটে স্বীকার করে জানতে চাইল, *"কিন্তু যদি সেই নগরে ৫০ জনের পরিবর্তে ৪৫ জন থাকে, তাহলেও কি তুমি তাদের বিনাশ করবে?"* (২৮ পদ)। আমরা যেন কখনও আমাদের সমস্ত প্রার্থনার উত্তর দিতে ঈশ্বরকে বাধ্য না করি; অথবা আমাদের সমস্ত দাবী পূরণের জন্য তাঁকে বাধ্য না করি; অথবা ঈশ্বরকে আমাদের সমস্ত প্রার্থনার উত্তর দানকারী আলাদিনের দৈত্য হিসাবে চিন্তা না করি। তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে আমাদের প্রার্থনার কথা তাঁকে জানানোর কোন যোগ্যতা আমাদের নেই। কেবল আমাদের পক্ষে খ্রীস্টের ধার্মিকতার গুণে ঈশ্বরের কাছে আমরা আমাদের বিনতিসকল জানিয়ে থাকি, কারণ যীশু আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, *"তোমরা আমার নামে পিতার কাছে যা কিছু যাচ্ঞা করবে, তা তিনি তোমাদের দেবেন"* (যোহন ১৫.১৬; ১৪.১৩)।

(৩) অব্রাহাম তার প্রার্থনায় সদোমের ধার্মিকদের নিরাপত্তা কামনা করেছে। অব্রাহাম ঈশ্বরের কাছে সদোমের ধার্মিকদের পক্ষে বিনতি জানিয়ে চলেছে। কিন্তু সেই নগরে প্রকৃত ধার্মিকের সংখ্যা অব্রাহামের জানা নেই। তাই, ৫০ বা ৪৫ জন ধার্মিকের উপস্থিতির কথা বললেও, সেই সংখ্যা সম্বন্ধে অব্রাহামের মনে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা আছে। একই সঙ্গে কমপক্ষে কত জনের উপস্থিতির কথা ও তাদের প্রভাবের কথা স্মরণ করে ঈশ্বর সদোম ও ঘমোরাকে টিকিয়ে রাখবেন, তাও অব্রাহামের অজানা। তাই, অব্রাহাম ঈশ্বরের সঙ্গে তার বাক্যালাপ ১০ জন পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। কিন্তু তার বেশি অব্রাহাম আর এগোতে পারল না। এর দ্বারা অব্রাহাম যথেষ্ট বিশ্বাসের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছিল বলে যারা মত প্রকাশ করে থাকে, তাদের ব্যাখ্যা ঠিক নয়। কারণ, কোন দল বা গোষ্ঠি তৈরী করতে গেলে যে ন্যূনতম সংখ্যা প্রয়োজন, তা হল ১০। যদি কোন শহরে তাদের সংখ্যা ১০ থেকে কম হয়, তাহলে তাদের কখনও দল ব গোষ্ঠি হিসাবে ধরা হয় না; পরিবর্তে তাদের একক বা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিন্তা করা হয়। এক্ষেত্রে, লোট ও তার দুই কন্যা স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে সেই নগরের বিনাশ থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

ঈশ্বর আজও আপনাকে ও আমাকে ব্যবহার করতে চান। বিশ্বাসী আমাদের সংখ্যা কম হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রভাবকে ব্যবহার করে আমাদের সমাজ, দেশ ও জাতিকে পরিবর্তিত করতে চান। সেদিন যদিও সদোম ও ঘমোরাতে ১০ জন ধার্মিককে পাওয়া যায়নি, আজ কলকাতার প্রতি ঈশ্বরের কোপকে বিলম্বিত করতে আমরা কতজন ধার্মিক অব্রাহামের ন্যায় কলকাতার জন্য ঈশ্বরের কাছে বিনতি করছি? বাইবেল বলে, "*ধার্মিকের বিনতি কার্যসাধনে মহাশক্তিযুক্ত*" (যাকোব ৫.১৬)।